অগ্নি নিরাপত্তা নির্দেশিকা

আগুন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধ করে জীবন এবং মালামাল নিরাপদ রাখতে আমরা প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি, যেমন: আমাদের বাসার বা অফিসের ফায়ার অ্যার্লাম, ফায়ার হাইড্রেন্ট, ফায়ার এক্সটিংগুইশার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি যাতে অগ্নিসংযোগ ঘটলেও আমরা এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের অগ্নি দূর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে নির্দিষ্ট সময় পর পর ফায়ার ড্রিল গ্রহণ করতে হবে যেন অগ্নিসংযোগ ঘটলে সময়মতো যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যায়। সর্বোপরি বিটিআই ফায়ার সেফটি সার্ভিসটি গ্রহন করলে আপনারা ফায়ার সেফটি বিষয়ক সকল বিষয় ভালভাবে জানতে পারবেন।

➢ **অগ্নিসংযোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহঃ**

❖ অতিরিক্ত তাপযুক্ত স্থান যেমন সাবস্টেশন, জেনারেটর, লিফট মেশিন রুম, রান্নাঘর ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের/ একজস্ট ফ্যানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

❖ সকল ফায়ার সার্ভিস ইকুইপমেন্টের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ফায়ার সেফটি সার্ভিস গ্রহণ করে আপনার প্রজেক্টের সার্ভিস ইকুইপমেন্টের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ শিখতে এবং কিভাবে অগ্নি প্রতিরোধ করতে হয়, তা নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

❖ জেনারেটর চালানোর সময় খেয়াল করতে হবে এটি ওভারলোডে না চলে। নির্দিষ্ট ডিজাইনের বাইরে এবং লোডের অতিরিক্ত এসি বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না, এতে করে অগ্নিসংযোগ ঘটতে পারে।

❖ সাধারণত আবাসিক ভবনে অগ্নিসংযোগ হয় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট, গ্যাস লিকেজ, গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, এসি বিস্ফোরণ এসবের কারণে। তাই বৈদ্যুতিক এবং গ্যাসের উন্নত মানের সরঞ্জাম, এবং সেই সাথে ভালো মানের এসি ব্যবহার করতে হবে যাতে করে দূর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায়।

❖ রান্না শেষ হলেই চুলা বন্ধ করতে হবে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে হবে এবং কাজ শেষে চুলার রেগুলেটর বন্ধ করে ফেলতে হবে।

❖ আপনার বিল্ডিংটিতে যথাযথ ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট না থাকলে আজই বিটিআই-এর ফায়ার অ্যান্ড সেফটি প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ করে যথাযথ ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট ইন্সটল করিয়ে নিন।

- ❖ ছোট বাচ্চাদের আগুন নিয়ে খেলতে দেয়া যাবে না। পটকা, আতশবাজি অথবা ফানুশ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❖ নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী বিদ্যুৎ, এসি, গ্যাসের লাইন চেক এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়ে নিতে হবে।

➢ **অগ্নিসংযোগ যাতে না ঘটে, সেদিকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। সতর্কতা মেনে চলার পরেও যদি দুর্ভাগ্যবশত অগ্নিসংযোগ ঘটেই যায়, তবে যা করবেন:**

- ❖ কারো কথায় বিচলিত না হয়ে প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করুন আসলেই আগুন লেগেছে কি না। ছোটখাটো আগুন লাগলে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে তা দ্রুত নিভিয়ে ফেলুন। এরকম পরিস্থিতি ম্যানেজ করতে পারার জন্য আগে থেকেই শিখে রাখুন কিভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করতে হয়। (বিটিআই তাদের কাস্টমারদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন প্রজেক্টে স্বল্প খরচে ফায়ার ড্রিল ও ট্রেনিং করিয়ে থাকে।)

- ❖ আপনি আগুন দেখা মাত্রই “আগুন, আগুন” বলে চিৎকার করবেন এবং ফায়ারফাইটিং প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আগুন নিভানোর চেষ্টা করবেন। সেই সাথে ফায়ার অ্যালার্ম থাকলে সেটা অন করে দিয়ে সবাইকে আগুন সম্পর্কে সতর্ক করবেন।

- ❖ বৈদ্যুতিক আগুন লাগলে প্রথমেই মেইন সুইচ বন্ধ করে দিন। এরপর ভেজা মোটা কাপড় অথবা কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করবেন। পরনের কাপড়ে আগুন লাগলে মাটিতে গড়াগড়ি করবেন, অথবা ভেজা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিবেন।

- ❖ আগুন যদি অনেকটাই ছড়িয়ে যায়, তাহলে আপনাদের পক্ষে সেটা নিভানো অসম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্রুত ভবন ত্যাগ করুন। সাহায্য আসার অপেক্ষা করতে থাকলে আগুন আরও ছড়িয়ে কঠিন পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে।

- ❖ রান্নাঘরের তেল বা গ্রিজ থেকে যদি আগুন লেগে থাকে, তাহলে সেই আগুনের উপরে বেকিং সোডা অথবা লবণ ছড়িয়ে দিন। রান্না করার পাত্রে যদি আগুন লাগে, তাহলে সেটা দ্রুত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন।

- ❖ জরুরী অবস্থায় সহজে বের হওয়ার জন্য সিঁড়িঘরে যেন কোনো মালামাল না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

- ❖ অগ্নিসংযোগ হলে ১৬১৬৩ অথবা ৯৯৯-এ ফোন করে সাহায্য চেয়ে নিন, অথবা স্থানীয় ফায়ার স্টেশনে খবর দিন।

ধন্যবাদ